উপজেলা ব্যবস্থাপক সৈয়দ আবু মুসা, উপজেলা কার্যালয়, পীরগাছা

এবং

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই,২০২৩- ৩০ জুন,২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	
প্রস্তাবনা	
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি	
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	
সংযোজনী ৪: যেসকল নীতি/পরিকল্পনার আলোকে কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে	
সংযোজনী ৫: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী ৬: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২৪	
সংযোজনী ৭: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী ৮: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী ৯: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২৪	

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

----

উপজেলা ব্যবস্থপক, সৈয়দ আবু মুসা, উপজেলা কার্যালয়, পীরগাছা

এবং

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

এর মধ্যে ২০২৪ সালের জুন মাসের .... এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) -এর রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং প্রধান কার্যাবলি

১.১ **রূপকল্প (Vision):**

পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।

১.২ **অভিলক্ষ্য (Mission):**

পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের সদস্যদেরকে কেন্দ্রভূক্ত করে জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড ও ক্ষমতায়নে এসব পরিবারের নারীদেরকে সম্পৃক্তকরণ।

১.৩ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র:

১. পল্লীর ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা
২. বিনিয়োগের মাধ্যমে আয়র্ধনমূলক কর্মকান্ডে সুফলভোগী সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি
৩. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাবলম্বীকরণ
৪. দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি ও প্রাতিষ্ঠানিক ডিজিটাইজেশন

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র:

১) সুশাসন ও সংস্কার মূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ
ক) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা:
খ) ই-গভার্ন্যানস কর্মপরিকল্পনা
গ) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা
ঘ) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা
ঙ) তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা

১.৪ কার্যাবলি: (আইন/বিধি দ্বারা নির্ধারিত কার্যাবলী)

১। গ্রাম পর্যায়ে ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের নারী/পুরুষকে সংগঠিতকরণ;
২। সংগঠিত নারী/পুরুষকে তাদের উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান;
৩। ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত জমার মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ;
৪। সুফলভোগী সদস্যের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন; এবং
৫। সুফলভোগী সদস্যগণকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমনঃ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতা প্রদান।

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কর্মসম্পাদনের সার্বি চিত্র

(Overview of the Performance of Small Farmers Devel pment Foundation)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

* **সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:**

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন ১৯৯৪ সালের কো পানী আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত একটি সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবা র আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনই এর প্রধান লক্ষ্য । ফাউন্ডেশনের ঋণ কার্যক্রম ফেব্রুয়ারি, ২০০৭ হতে শুরু হয়ে বর্তমানে দে শর ৩৬টি জেলার ১৭৩টি উপজেলায় পরিচালিত হচ্ছে। ফাউন্ডেশনের রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতায় গত ০৩ বছরে গ্রাম পর্যায়ে ....টি সমিতি গঠনের মাধ্যমে ......হাজার ..... জন নারী/পুরুষকে সদস্যভূক্ত করা হয়। এ সকল সদস্যকে তাঁদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে এ সময়ে মোট .... কোটি টাকা জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ এবং ক্ষুদ্র উদোক্তা ঋণ বিতরণ করা হয়। একই সময়ে সাপ্তাহি কিস্তির মাধ্যমে মোট ৪৮.৯৪ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৯৭ ভাগ। সদস্যগণ ঋণ বিনিয়োগের আয় থে ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে এ সময়ে মোট ....কোটি টাকা 'নিজস্ব পুঁজি' গঠন করেছেন। একই সময়ে ৩৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে দক্ষতা য়ন এবং .... জন সুফলভোগীকে আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রম এবং উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের সুফলভোগীদের শতকরা ৫ ভাগই নারী।

* **সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ:**

সুফলভোগীদের উদ্বুদ্ধকরণ, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী সঠিক জীবিকায়নে নিয়ো ত করা একটি দুরূহ কাজ। তৃণমূল পর্যায়ে ঋণ কার্যক্রমে সমন্বয়হীনতা ও দ্বৈততা একটি বড় সমস্যা। ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা জন্য সরকার অর্থ প্রদান করে না। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আবর্তক ঋণ তহবিলের মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের ১১% সার্ভিস চার্জের ১০% সার্ভিস চার্জ দিয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। জাতীয় বেতন স্কেল সরকারি পর্যায়ে যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা গে ও এ ফাউন্ডেশনে জাতীয় বেতনস্কেল অনুকরণে বেতনস্কেল বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়। এতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয় ফলে কার্যক্রম বাস্ত য়নে বড় ধরণের চ্যালেঞ্জে পড়তে হয়।

* **ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:**

ফাউন্ডেশনের সুফলভোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্ত আগামী ৩ বছরে ৩০০০ হাজার সুফল ভোগীকে আয়বর্ধণমূলক কার্যক্রমের উপর দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক এবং ঋণ কার্যক্রমের উপর উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে (১) আইসিটি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স-কাম অফিস প্রদর্শণ ও বিক্রয় কেন্দ্র শীর্ষক ১টি ,(২) ঋণের সার্ভিস চার্জ/সুদ হার সিঙ্গেল ডিজেট ধরে "রূপকল্প ২০২১ : দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন" শীর্ষক ১টি এবং (৩) "এসডিজি বাস্তবায়নে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে তথ্য প্রযুক্তির প্রসার,কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সু-ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি"শীর্ষক ১টি সহ মোট ৩ টি প্রকল্প এডিপি'র আওতায় গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া (১) ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক ১টি, (২) বাংলাদেশের ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি শীর্ষক ১টি এবং (০৩) নৃ-তাত্ত্বিক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়ন শীর্ষক ১টি সহ মোট ৩টি প্রকল্প এডিপি'তে প্রস্তাবিত বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি সুবিধার্থে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব প্রকল্পের আওতায় আগামী ৩ বছরে টার্গেভূক্ত ৫০ হাজার পরিবার হতে ১ ন করে মোট ৫০ হাজার জনকে সদস্যভুক্ত করে তাঁদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫৫৫ কোটি টাকা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অব র উন্নয়ন করা হবে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ....টি অনানুষ্ঠানিক সমিতি গঠনের মাধ্যমে .... নারী/পুরুষকে সদস্যভুক্ত করা হবে।
- সুফলভোগীদের মাঝে আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে .... কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হবে।
- আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ৬ হাজার নারীকে নিয়োজিত করা হবে।
- সুফলভোগীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে .... লক্ষ টাকা পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা হবে।
- গ্রাম পর্যায়ে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ...... জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে ....কোটি কা ঋণ বিতরণ করা হবে।